শেখ মুজিবুর রহমান
কোন বেসামরিক ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধীর তালিকাভুক্ত করেননি

৩৭ বছর পর এ ইস্যু নিয়ে মাতামাতির
আসল গরজ কী ?

অধ্যাপক গোলাম আযম

শেখ মুজিবুর রহমান
কোন বেসামরিক ব্যক্তিকে
যুদ্ধাপরাধীর তালিকাভূক্ত করেননি
৩৭ বছর পর এ ইস্যু নিয়ে
মাতামাতির আসল গরজ কী ?

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনায়
আল আযামী পাবলিকেশন্স
১১৯/২ কাজী অফিস লেন, বড় মগবাজার,
ঢাকা-১২১৭, ফোন-৯৩৫৩১১৩

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৮

শেখ মুজিবুর রহমান কোন বেসামরিক ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধীর তালিকাভূক্ত করেননি ৩৭ বছর পর এ ইস্যু নিয়ে মাতামাতির আসল গরজ কী ? ◆ অধ্যাপক গোলাম আযম ◆ প্রকাশনায় : আল আযামী পাবলিকেশন্স, ১১৯/২, কাজী অফিস লেন, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৫৩১১৩ ◆ বর্ণবিন্যাস : গোলাম সাকলায়েন ◆ মুদ্রণে : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

নির্ধারিত মূল্য ঃ সাত টাকা মাত্র

www.pathagar.com

'যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় তাহলে ভারতের আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যেদিন আমার সৈনিকরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেদিনই আমি এ কথা উপলব্ধি করি। বাংলাদেশীদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালবাসা ছিল না। আমি জানতাম ভারতের প্রতি তাদের ভালবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মত আচরণ করেছেন।'

ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'

(ভারতের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান)

স্টেটম্যান, ২৯ এপ্রিল '৮৮

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

যুদ্ধাপরাধী ইস্যু ৫
গরজ বড় বালাই ৬
আসল গরজটি কী? ৭
যুদ্ধপরাধীর সংজ্ঞা ৮
১৯৭১ সালে যা ঘটেছে ৯
ভারতের বিরাট সাফল্য ১১
আওয়ামী লীগের হাতে
দেশের সার্বভৌমত্ব কি নিরাপদ? ১১
১৯৭১ ও ২০০৪-এর পরিস্থিতি কি এক? ১৪
বাংলাদেশের স্বাধীনতা কাদের হাতে নিরাপদ? ১৫

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধী ইস্যু

২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, বামপন্থি, ভারতপন্থি ও সকল ইসলামবিরোধী মহল অব্যাহতভাবে দাবি জানাচ্ছে যে, জামায়াতে ইসলামী যুদ্ধাপরাধী।

ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কমবেশি যতটুকুই থাকুক বা না থাকুক, অন্যান্য বিষয়ে তারা মোটেই অজ্ঞ নন। তাই যুদ্ধাপরাধীর যথাযথ সংজ্ঞা তাদের জানা না থাকা অসম্ভব! তারা যে এ সংজ্ঞা জানেন এর প্রমাণ ঃ

১. বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করার পর এর প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৯৫ জন উচ্চ কর্মকর্তাকে যুদ্ধাপরাধী (War criminal) হিসেবে চিহ্নিত করেন। কোনো বেসামরিক ব্যক্তিকে তিনি এ তালিকাভুক্ত করেননি বা বেসামরিক লোকদেরকে নিয়ে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে পৃথক তালিকাও তৈরি করেননি।

জনগণের মধ্যে যারা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিরুদ্ধে ছিল, তারা মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়নি। তাদের মধ্যে যারা কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে তাদেরকে শেখ মুজিব কলেবরেটর (দালাল) নাম দিয়ে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য দালাল আইন পাস করেন। সে আইনে লক্ষাধিক লোককে গ্রেফতার করে বিচারকার্য শুরু করা হয়; কিন্তু ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব সব দালালকে সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে মুক্তি দেন। অবশ্য যাদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের বিচার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের শাসনামলে জেনারেল শফীউল্লাহ সেনাপ্রধান ছিলেন এবং এ. কে খন্দকার বিমান বাহিনীর প্রধান ছিলেন। তারা যদি বেসামরিক লোকদেরকেও যুদ্ধাপরাধী গণ্য করা যায় বলে বিশ্বাস করতেন তাহলে তারা রাষ্ট্রপ্রধানকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারতেন। তারা নিশ্চয়ই এ বিশ্বাস পোষণ করতেন না। কারণ তারা যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞা জানতেন।

২. শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের জুন থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতারা বাংলাদেশের হর্তাকর্তা ছিলেন। যে আওয়ামী লীগ নেতারা ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী বলে দাবি করে চলেছেন, তারা ক্ষমতাসীন থাকাকালে কি যুদ্ধাপরাধীর সংজ্ঞা জানতেন না? তারা শেখ মুজিব হত্যার বিচারের ব্যবস্থা করতে পারলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা কেন করলেন না? যে সেক্টর কমান্ডারগণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এত লাফালাফি করছেন, তারা তাদের নিজস্ব সরকারের নিকট কেন দাবি জানালেন না? তারা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট কেন ধরনা দিচ্ছেন?

গরজ বড় বালাই

এ দু'টো উদাহরণই এ কথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার সবাই এর সঠিক সংজ্ঞা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু গরজ বড় বালাই। তারা জামায়াতে ইসলামীকে ঘায়েল করার আর কোনো উপায় না পেয়ে নিতান্ত দায়ে ঠেকে এমন জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছেন। জামায়াত যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সে ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। জামায়াতকে সন্ত্রাসের সাথে জড়িত প্রমাণ করতেও তারা ব্যর্থ হয়েছেন। শেখ হাসিনার শাসনামলে যে কয়টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, প্রত্যেকটির বেলায়ই বিনা তদন্তে ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই স্বয়ং শেখ হাসিনা জামায়াত-শিবিরকে দায়ী

www.pathagar.com

বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি কোনো ঘটনারই নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করেননি। তিনি নিশ্চিতভাবে জামায়াতকে দায়ী মনে করে থাকলে তদন্ত করে বিচার করলেন না কেন?

শেখ হাসিনার লগি-বৈঠার আন্দোলনের ফসল বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে জামায়াত নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। সরকারের বৈদেশিক বিভাগের উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট পর্যন্ত এ বিষয়ে ধরনা দেওয়া আবশ্যক মনে করেছেন। প্রধান উপদেষ্টা যাদের আন্দোলনের ফসল হিসেবে দু' বছর বাংলাদেশের রাজত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদের সান্ত্বনার জন্য ঘোষণা করেছেন যে, তার সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য শুরু করতে না পারলেও তিনি এমন আইনী ব্যবস্থা করে রেখে যাবেন, যাতে পরবর্তী সরকার এ মহান কার্যটি সমাধান করতে বাধ্য হন।

আসল গরজটি কী?

আওয়ামী লীগ, বামপন্থি ও সেক্টর কমান্ডারগণের আসল গরজটি কী, যার জন্য জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করে থাকেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বিচারের দাবিতে আন্দোলন করেন? তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার পথে জামায়াতে ইসলামীকেই তারা একমাত্র অন্তরায় মনে করেন। ২০০১ সালের নির্বাচনী ফলাফল থেকে তারা হিসাব কষেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শক্তি ও ইসলামী শক্তির ঐক্য ভঙ্গ করার এটাই একমাত্র উপায় বলে তাদের ধারণা।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন তাদের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই কৃতজ্ঞ, যাদের সন্ত্রাসী আন্দোলনের ফলে তারা দেশের হর্তাকর্তা হওয়ার সুযোগ পেলেন। তাই তারা বিএনপি'কে বিভক্ত করার চেষ্টা করেন। নির্বাচন কমিশন তো মূল বিএনপি'কে পাত্তাই দিতে চাননি।

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সকল মহল জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে নির্বাচনে তাদের বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে। বর্তমান সরকার তাদের পক্ষ হয়েই এ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় করণীয় সমাধা করার চেষ্টায় ত্রুটি করেনি। এ মহাগরজের কারণেই বিএনপি'কে দুর্বল করা ও জামায়াত নেতাদেরকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই যুদ্ধাপরাধের ধোঁয়া তুলতে হয়েছে।

যুদ্ধপরাধীর সংজ্ঞা

এ সংজ্ঞা আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি এ জন্য যে, যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে প্রচারাভিযান কিছু লোককে বিভ্রান্ত করতে পারে। পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল যাদের নিয়ন্ত্রণে, তাদের অধিকাংশ ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকেই ক্ষমতাসীন দেখতে চান। তাই তাদেরকে ক্ষমতায় আনতে হলে ভোটের ময়দানে জনমতকে বিভ্রান্ত করা অত্যাবশ্যক।

সর্বসাধারণকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজনেই এ আলোচনা করছি। জ্ঞানপাপীদেরকে জ্ঞানদান করার কোনো প্রয়োজনে এ আলোচনা নয়।

যখন এক দেশের সৈন্য অন্য দেশ আক্রমণ করে তখন দু'দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে যে সংঘর্ষ চলে এরই নাম যুদ্ধ। যুদ্ধেরও কতক নীতি-পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতি অনুযায়ী উভয় পক্ষে যুদ্ধে যত হতাহতই হোক, তাকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। এমনকি এক পক্ষের সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেলেও এটাকে দূষণীয় মনে করা হয় না।

যুদ্ধে জয়-পরাজয় হয়েই থাকে। কিন্তু কোনো পক্ষের সেনাবাহিনী যদি অপর পক্ষের বেসামরিক জনগণকে হত্যা করে অথবা আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করে তাহলে এটাকে যুদ্ধাপরাধ বলা হয়। ন্যায়যুদ্ধ অপরাধ নয়; অন্যায় যুদ্ধই অপরাধ। সেনাবাহিনীর লোকই যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য। বেসামরিক লোককে যুদ্ধাপরাধী বলা হয় না।

www.pathagar.com

বেসামরিক লোকদের মধ্যে যদি মারামারি হয় তাহলে এটাকে যুদ্ধ বলা হয় না; দাঙ্গা-হাঙ্গামা বলা হয়। ভারতের গুজরাটে হিন্দু জঙ্গীবাদীরা ও মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ বাহিনী মুসলমানদেরকে পাইকারিভাবে হত্যা করেছে। এটাকে সন্ত্রাস বলা চলে, যুদ্ধ নয়।

১৯৭১ সালে যা ঘটেছে

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করার উদ্দেশ্যে একচেটিয়াভাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদেরকে বিজয়ী করে। তারা পাকিস্তান থেকে পৃথক হওয়ার উদ্দেশ্যে ভোট দেয়নি; কিন্তু ইয়াহইয়া খান ও ভুট্টো ষড়যন্ত্র করে শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপ ব্যর্থ হয় এবং ২৫ মার্চ ইয়াহইয়া সরকার ব্যালটের সিদ্ধান্তকে বুলেটের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালায়। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা ভারতে আশ্রয় নিয়ে ভারত সরকারের সাহায্যে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার সিদ্ধান্ত নেন। শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনিও হয়তো ভারতে আশ্রয় নিতেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের নিকট স্বেচ্ছায় বন্দী হওয়ার পর পশ্চিম-পাকিস্তানে যেতে বাধ্য হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানকে অস্ত্রবলে দখলে রাখতে চেষ্টা করল। আর পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ তাদের দখল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে বাধ্য হলো।

এটাকে কাশ্মীরের আযাদী সংগ্রামের সাথে তুলনা করা যায়। কাশ্মীর ভারত থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে, আর ভারত সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে কাশ্মীরকে দখল করে আছে।

পূর্ব-পাকিস্তানে কোনো বিদেশি সেনাবাহিনী হামলা করেনি। হামলাকারীরা সবাই পশ্চিম-পাকিস্তানি। পূর্ব-পাকিস্তানি যারা সশস্ত্র বাহিনীতে ছিল তাদের মধ্যে যারা পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল তারাই

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করে। সে হিসেবে এটাকে শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম না বলে স্বাধীনতা যুদ্ধই বলতে হয়।

পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে ভারত সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি অব্যাহতভাবে যে বৈরী আচরণ করে তাতে ভারতের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করার পর ভারতের আধিপত্য থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না বলে যারা আশঙ্কা করেছে, তাদের পক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানে হামলা চালিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে এবং তাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ভারতে নিয়ে যায়। বিজয়ী বাহিনী হিসেবে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর যাবতীয় সামরিক সরঞ্জাম ভারতে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে যদি তারা মুক্তিযুদ্ধের সহায়কের ভূমিকা পালন করত তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য পাকিস্তানি বাহিনীর সমর-সরঞ্জাম রেখে যেত। তারা যে বাংলাদেশকে তাদের করায়ত্ব রাখার কুমতলবেই এ এলাকাকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করতে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক ভূমিকায় অভিনয় করেছে তা ঐ আচরণ থেকে তো প্রমাণিত হয়ই, তদুপরি স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে ভারতের বৈরী আচরণ এমন নগ্নভাবে প্রকাশিত যে, জনগণ ভারত সরকারকে সৎ প্রতিবেশী হিসেবেও গণ্য করতে পারছে না।

ভারতীয় বাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানীকে উপস্থিত করেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের শতকরা একশ ভাগ কৃতিত্বই ভারত দাবি করে থাকে।

www.pathagar.com

ভারতের বিরাট সাফল্য

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ভারতের যে জনবল ক্ষয় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে তা ব্যর্থ হয়নি। তাদের বিরাট সাফল্য এখানে যে, বাংলাদেশিদের মধ্যে তারা এমন একটি রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, যারা মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ দেশে ভারতের আধিপত্য কায়েমের হীন উদ্দেশ্যে ভারত সরকার যত দাবি জানাচ্ছে. তা সবই অত্যন্ত উৎসাহ ও আবেগের সাথে সমর্থন করে।

বাংলাদেশের চারপাশে ভারতের যে কয়টি রাজ্য রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাতায়াত করার উদ্দেশ্যে ট্রানজিটের দাবি পূরণ করতে তারা আগ্রহী। চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করার দাবি ও বাংলাদেশ থেকে গ্যাস পাওয়ার দাবি পূরণ করে ভারতকে খুশি করার জন্য তারা উদগ্রীব।

তারা বাংলাদেশের প্রতি ভারতের কোনো বৈরী আচরণে কখনো আপত্তি করে না। সীমান্তে বি এস এফ প্রায়ই গুলি করে পাখি শিকার করার মতো বাংলাদেশিদেরকে হত্যা করছে। তারা প্রতিবাদ করা বেয়াদবি মনে করে। ভারত থেকে বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত নদীর পানি আটকের বিরুদ্ধে দেশবাসী যত সোচ্চারই হোক তারা এটাকে অন্যায়ই মনে করে না।

অথচ এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর হামলা হলে একমাত্র ভারত থেকেই হবে বলে দেশবাসী মনে করে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের মতো ভারতের অন্ধ সমর্থক শক্তি যদি ক্ষমতাসীন হতে পারে তাহলে ভারতের আধিপত্য ভারতের চেষ্টা ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

আওয়ামী লীগের হাতে দেশের সার্বভৌমত্ব কি নিরাপদ?

'স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন' শিরোনামে আমার রচিত বইটিতে পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছি যে, আওয়ামী লীগের হাতে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়। তারা ভারতের আধিপত্য কায়েমের জন্যই সংকল্পবদ্ধ।

ভারতে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস ও গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার সামান্য প্রতিবাদও আওয়ামী লীগ করেনি; বরং ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর ভারতে গিয়ে শেখ হাসিনা প্রচার করেন যে, বাংলাদেশে তালেবান সরকার কায়েম হয়েছে এবং সংখ্যালঘুদের উপর চরম নির্যাতন চলছে। তার মুখে এসব কথা প্রচারিত হওয়ার পর সেখানকার প্রভাবশালী কোনো কোনো পত্রিকায় ভারত সরকারের প্রতি বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়।

আমার উপরিউক্ত পুস্তকের একটি তথ্য এখানে উদ্ধৃত করছি, যা এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভারতের কর্তৃত্ব চায়।

'২০০৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল এমপি স্পষ্ট ভাষায়ই ভারতকে বাংলাদেশের উপর হামলা করার উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী বুদ্ধিজীবী নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ড. এ কে আযাদ চৌধুরী। উক্ত সভায় ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার বাবু সর্বজিৎ চক্রবর্তী রীতিমতো হুমকির ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।' (৬৮ পৃষ্ঠা)

দৈনিক ইনকিলাবে ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত ঐ সভার সংবাদ উদ্ধৃত করছি :

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায় ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে–*আবদুল জলিল*

ট্রানজিটের জন্য আর বেশি দিন অপেক্ষা করবো না– *ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার*

www.pathagar.com

স্টাফ রিপোর্টার : মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গতকাল ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এমপি বলেছেন, ১৯৭১-এ আমরা পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। বাংলাদেশকে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ করিনি। অথচ বাংলাদেশকে এখন একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। আর এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বর্তমানে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শরীক ভারতও। কারণ ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও আদর্শিক চেতনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক ও অভিন্ন। এ কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা দেয়।

তাই মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনাকে রক্ষা করতে এখন ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বর্তমান ৪ দলীয় জোট সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে লালনকারী অপশক্তি আখ্যায়িত করে এই সরকারের সাথে নীতিগত কোন সম্পর্ক না রাখার জন্যও ভারতের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সর্বজিত চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে আসা-যাওয়ার জন্য ট্রানজিট একটি অনিবার্য বিষয়। ভারতকে এই ট্রানজিট প্রদানের জন্য বাংলাদেশ চুক্তিবদ্ধ। কিন্তু একমাত্র পানিপথ ছাড়া অন্যান্য পথে ভারতকে এই ট্রানজিট দিতে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন যাবৎ কালক্ষেপণ করে চলেছে। এ অবস্থায় ট্রানজিটের জন্য আমরা আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে পারি না। বাংলাদেশের সাথে ভারতের পানি সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে ভারত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পানি দিচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, বর্ষাকালসহ বছরে বাংলাদেশের মানুষের

www.pathagar.com

মাথাপিছু পানির প্রাপ্যতা হচ্ছে ২০ হাজার কিউসেক। আর ভারতে তা ১ হাজার ৮শ' কিউসেক মাত্র। সুতরাং এই পানিও যদি বাংলাদেশের জন্য পর্যাপ্ত না হয় তবে আর কতোটা হলে পর্যাপ্ত হবে?

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বর্তমান সরকার ও তার রাজনৈতিক চেতনাকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে আরও বলেন, আমরা আবার ক্ষমতায় গেলে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যত সমস্যা আছে তার সবই সমাধান করা হবে।

ভারতের সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিলো না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কারণ এ দু'দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। ভারত এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তা সারাজীবন আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবো উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এ দেশের ভারতবিরোধী অপপ্রচারের মধ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য চিহ্নিত মহলটির অপপ্রয়াস মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় থেকেই চলে আসছে। কিন্তু এ দেশের সচেতন মানুষ ঐ অপপ্রচারে কখনো বিভ্রান্ত হয়নি বলেই তারা এখনো ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং দু'দেশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে আগ্রহী।'

১৯৭১ ও ২০০৪-এর পরিস্থিতি কি এক?

আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল জলিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুনর্বহাল করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১-এর মতোই ভারতকে আবার এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। ১৯৭১-এর পরিস্থিতি ও ২০০৪ সালের পরিস্থিতির পার্থক্য বোঝার যোগ্যতাও তিনি হারিয়ে ফেললেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন করতে চেয়েছে। পশ্চিম-পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শক্তিবলে পূর্ব-পাকিস্তান দখল করে রাখল। তখন আওয়ামী লীগ নেতাদের ডাকে

www.pathagar.com

সাড়া দিয়ে ভারত দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে তাড়িয়ে জনগণকে স্বাধীন করতে এগিয়ে এল।

২০০৪ সালে বাংলাদেশ কার দখলে ছিল? দেশ তখন জনগণের দখলেই ছিল। জনগণ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে চার দলীয় জোটকে বিপুলভাবে বিজয়ী করে ক্ষমতায় বসায়। আবদুল জলিল সাহেব ভারতকে যে আহ্বান জানালেন, এর উদ্দেশ্য কী? দেশকে জনগণের দখল থেকে উদ্ধার করে আওয়ামী লীগকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন করার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য হতে পারে? জনগণ কেন আওয়ামী লীগকে ১৯৭০ সালের মতো ভোট দিল না, এর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই কি এ আহ্বান?

বাংলাদেশের স্বাধীনতা কাদের হাতে নিরাপদ?

আগেই লিখেছি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যদি কখনো বিপন্ন হয় তাহলে একমাত্র ভারতের পক্ষ থেকেই হবে। যারা ভারতকে সর্বাবস্থায় বন্ধু মনে করে, এমনকি ক্ষমতার লোভে ভারতকে হামলা করার আহ্বান জানায়, তাদের হাতে কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিরাপদ?

১৯৭১ সালে যারা ভারতের আধিপত্যের আশঙ্কায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, জনগণ কি তাদেরকে স্বাধীনতাবিরোধী মনে করে? যদি তা-ই মনে করত তাহলে তারা দেশে জনগণের নিকট নির্বাচনে ভোট চাওয়া দূরের কথা, এ দেশে তারা থাকতেই পারত না। এ দেশে ভারতের হামলা হলে তারাই সবার আগে দেশের স্বাধীনতার জন্য জান দেবে বলে জনগণ বিশ্বাস করে। যারা ক্ষমতার লোভে ভারতকে হামলা করার আহ্বান জানায়, তাদের হাতে দেশের স্বাধীনতা নিরাপদ বলে জনগণ কেমন করে বিশ্বাস করতে পারে?

যুদ্ধাপরাধীর ধোঁয়া তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ যে আর নেই, সে কথা যত তাড়াতাড়ি তারা উপলব্ধি করবেন ততই তাদের জন্য মঙ্গল। এ উপলব্ধি না থাকায়ই তারা জামায়াতকে 'এক ঘরে' করার অপচেষ্টায় নিজেরাই 'এক ঘরে' হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

তারা চাচ্ছিলেন যে, কোনো অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট, প্রধান উপদেষ্টা ও বিদেশি রাষ্ট্রদূতগণ যেন জামায়াতকে দাওয়াত না দেন। দাওয়াত দিলে তারা গোস্বা করে থাকবেন ও দাওয়াতে যাবেন না। সৌদি রাষ্ট্রদূতের ইফতারের দাওয়াতে গিয়ে তারা বিপদেই পড়লেন। আমেরিকার দূতের ইফতারে গিয়েও তারা একই সমস্যায় পড়লেন। তাই তারা ঈদ সম্বর্ধনায় প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টার দাওয়াতে অনুপস্থিত থেকে 'এক ঘরে' হয়ে থাকতে বাধ্য হলেন। গত ৭ অক্টোবর সৌদি জাতীয় দিবসে আমিও না যেয়ে পারলাম না। তাদেরকে নিশ্চয়ই দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তাদের কাউকে দেখা গেল না। তবে পত্রিকায় দেখলাম, শুধু জনাব তোফায়েল আহমদ গিয়েছিলেন। তারা জামায়াতকে বয়কট করার অপচেষ্টা করে নিজেরাই বয়কটের শিকার হলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আকল ও হুঁশ-জ্ঞান দান করুন।

www.pathagar.com

সমাপ্ত